যুগান্তর

তারিখ 24 NOV 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবের ৪৭ বছর

আবু বক্কর রাহাত, চবি থেকে

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি, পাহাড়ঘেরা ক্যাম্পাস ও দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর ৪টি বিভাগে ২০২ জন শিক্ষার্থী নিয়ে চট্টগ্রাম নগরী থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে ফতেয়াবাদ ইউনিয়নের ভোবরা গ্রামে এর যাত্রা শুরু হয়। পাহাড়পাদা, বনবনানীঘেরা এর সবুজ ক্যাম্পাসটিতে বর্তমানে ৪১টি বিভাগে প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। প্রতিষ্ঠালাভের পর থেকেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি।

দেশের অন্যতম বৃহৎ এ উচ্চ বিদ্যাপীঠ উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষের পাশাপাশি রয়েছে দেশের বিভিন্ন সময়ে সংকটময় মুহূর্তে দেশকে তুলে ধরার ইতিহাস। '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ, '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ দেশ ও জাতির প্রতিটি ক্রান্তিকালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সময়ের হাত ধরে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ দাঁড়িয়েছে ৪৭ বছরে। দীর্ঘ পরপরিক্রমায় সমস্যা-সম্ভাবনা আর প্রত্যাশা-প্রাপ্তির এক প্রদীপ্ত আলোকমশাল, দেদীপ্যমান সূর্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : পূর্ব পাকিস্তানে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাণিজ্যিক এ নগরীতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। এ অঞ্চলের মানুষের দাবি ও দাবির যৌক্তিকতা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের শাসনামলে ১৯৬০-৬৫ সালের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চট্টগ্রামেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ সিদ্ধান্তের আলোকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং ১৯৬৫ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কমিটির সভায় এটি নীতিগত অনুমোদন লাভ করে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. এম ওসমান গনিকে প্রধান করে ড. কুদরাত-এ-খুদা, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ ৫ সদস্যের একটি স্থান নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। কমিশন চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন শেষে হাটহাজারী উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের পশ্চিম জঙ্গলপট্টি মৌজায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করেন। কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় এই স্থানে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তী বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ-১৯৬৬ জারি করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ড. আজিজুর রহমান মল্লিককে (এ আর মল্লিক) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১ অক্টোবর থেকে চবির ভিসি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা : ১৯৬৬ সালের ১৮ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর আবদুল মোনায়েম খান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনের দশ দিন পর বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস ও অর্থনীতি— এ চারটি বিভাগে সাতজন শিক্ষক ও ২০২ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এমএ প্রথম পর্ব (প্রিলিমিনারি) ক্লাস চালুর মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

স্থাপত্যকর্ম : ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে বিভিন্ন খ্যাতিমান শিল্পীর নজরকাড়া সব স্থাপত্যকর্ম। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের সামনে নির্মাণ করা হয় স্বাধীনতা স্মারক ভাস্কর্য। এ ভাস্কর্যটির স্থপতি চবির সাবেক প্রফেসর প্রখ্যাত শিল্পী মর্তুজা বশীর। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে নির্মাণ করা হয়েছে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিস্তম্ভ। মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বীর সন্তানদের স্মৃতিকে অমলিন রাখতে ক্যাম্পাসের প্রবেশমুখে ষোলচত্বরে নির্মাণ করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ 'স্মরণ'। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সামনে ঝুলন্ত সেতু। পাহাড়, ঝরনা, দেক, পাখি, হরিণসহ বিভিন্ন জীববৈচিত্র্য এ ক্যাম্পাসকে করেছে অতুলনীয়। পুরো চবি ক্যাম্পাসের একেকটি স্থান যেন একেকটি পর্যটন স্পট।